



127974 - চাকুরীজীবী নারী কভিবে ইদ্দত পালন করবনে

প্রশ্ন

একজন চাকুরীজীবী মুসলমি নারীর স্বামী মারা গছনে। সনে নারী এমন এক দেশে রয়ছনে যনে দেশে কারনে নকিটাত্মীয় মারা গলে তাকে তনিদিনরে বশে ছুটি দিয়ে না। এমন পরসিথতিতে এ নারী কভিবে ইদ্দত পালন করবনে? কনেনা তনি যদি শরয়িত নরিদশেতি সময় ইদ্দত পালন করতনে যান তাহলে চাকুরীচযুত হবনে। এমতাবসথায় জীবকি অর্জনরে স্বার্থনে তনি কি দ্বীনি আবশ্যক বিষয় বর্জন করবনে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

তার উপর আবশ্যক হলনে শরয়িত নরিধারতি সময় ইদ্দত পালন করা এবং ইদ্দত পালনকালীন গনেটা সময়নে তনি শরয়িত নরিদশেতি শোক পালন করবনে। দিনরে বলনে তনি চাকুরীতনে যতনে পারবনে। কনেনা এটি তার গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াজনরে অন্তর্ভুক্ত। মৃত স্বামীর ইদ্দত পালনকারী নারীর জন্য তার প্রয়াজননে দিনরে বলনে বনে হওয়া জায়যে মর্মে আলমেদরে প্রত্বক্ষ উক্তরিয়ছনে। চাকুরী মানুষরে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াজনরে অন্তর্ভুক্ত। যদি রাতনে বনে হওয়ার প্রয়াজন হয় তাহলে সনেটাও তার জন্য জায়যে হবনে; চাকুরী থকনে বরখাস্ত হওয়ার আশংকার মত জরুরী প্রক্েষতিনে। চাকুরী থকনে বরখাস্ত হলে তাকে যনে ক্ষতির মুখনেমুখি হতনে হবনে সনেটা অজানা নয়; যদি সনে চাকুরীটির মুখাপক্েষী হয়। আলমেগণ ইদ্দত পালনকালীন সময়নে স্বামীর বাড়ী থকনে বনে হওয়া জায়যে হওয়ার বশে কছুরি কারণ উল্লেখে করছনে। সনে কারণগুলনের কোন কোনটি চাকুরীর জন্য বনে হওয়ার চয়েনে তুচ্ছ। এ ক্ষতেরনে দললি হলনে আল্লাহতাআলার বাণী: “তনেমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহকনে ভয় কর”।[সূরা তাগাবুন, ৬৪: ১৬] এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: “যখন আমি তনেমাদেরকনে কোন নরিদশে প্রদান করি তখন তনেমাদের সাধ্যনে যতটুকু আছে ততটুকু আদায় কর।”[হাদসিটি সর্বসম্মতক্রমে সহহি] আল্লাহই সর্বজ্ঞগনী।[ফাতাওয়া বনি বায (২২/২০১) সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞগনী।